পানিহাটির গর্ব

লে: কর্ণেল ডাঃ বিনয় কুমার নন্দীর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে

(ভাষা এবং বানান অপরিবর্তিত রেখে ডাইরীর কয়েকটা পাতা থেকে প্রকাশ করা হল। সংগ্রহ করেছেন— ডঃ শেখর শেঠ)

৭৫ বছর আগে ২১ শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সাল ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। গোটা দক্ষিণ এশিয়া ভেঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়রা জড়ো হয়েছেন সিঙ্গাপুরে। মঞ্চে গান্ধীজির বিরাট তৈল চিত্র এবং শীর্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা। সকাল ১০-৩০ মি: এবং নেতাজী এলেন সর্বাধিনায়কের পোশাকে এবং ঘোষণা করলেন নতুন আজাদ হিন্দ সরকারের। জাপান, বর্মা, প্রটিয়া, জার্মানি, থাইল্যাণ্ড, সহ বেশ কয়েকটি দেশ এক স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজাদ হিন্দ সরকার গঠনে প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে উদ্দীপনা এবং ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অবসানের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী দিন।

ঐ দিনের সাক্ষী ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর পানিহাটির এক তরুণ বাঙালী সেনানী তথা মেডিক্যাল ইউনিটের অফিসার লেঃ ডাঃ বিনয় কুমার নন্দী। তাঁর একটি অপ্রকাশিত ডাইরি থেকে জানা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের অসীম বীরত্বের কাহিনী। এই বছর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ৭৫তম বর্ষ পূর্তিতে INA-এর স্মৃতিচারণ খুবই প্রাসঙ্গিক।

ডাঃ বিনয় কুমার নন্দী ছিলেন INA-এর মেজিকেল ইউনিটের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাঁর লেখা ডাইরী স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত এক যেন জীবন্ত দলিল। এই INA Diry থেকে সেই সময়কার যুদ্ধের পরিবেশ, মানুষের জীবনে তার প্রভাব, INA বাহিনীর সামনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের ঐতিহাসিক ভাষণের সাক্ষী হয়ে থাকা ও পরে নেতাজীর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে রসগোল্লা প্রস্তুত করে খাওয়ানো, ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী, শাহানোওয়াজ খান, সাইগলদের মত মহারথী ও INA—এর অন্যান্য সদস্যদের কথা এবং ভারত থেকে যাত্রা শুরু করে সিঙ্গাপুর, বার্মা, ইম্ফল, আরাকান হয়ে পুনরায় দেশে ফিরে আসা এবং লালকেল্লার কুঠুরিতে থাকার অভিজ্ঞতা এবং বিচার-এর সবটাই ফুটে উঠেছে, যা যুব সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

লে: কর্ণেল বি কে নন্দীর পিতার নাম নরেন্দ্রনাথ নন্দী ও মায়ের নাম প্রভাসনন্দীনি নন্দী। তাঁরা তিন ভাই এবং ছয় বোন। আদিবাড়ি হুগলীর সাহাগঞ্জের বিখ্যাত নন্দী বাড়ি। পরে পিতা হুগলীর মোগলপুরা লেনে বাড়ি ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পিতা ছিলেন একজন সৎ, পরিশ্রমী ও ধার্মিক ব্যক্তিত্ব। নিজের অধ্যাবসায় ও কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং দেবালয়। সৎ কাজে এবং লেখাপড়া শিক্ষায় তাঁর মুক্ত হস্তে দান স্মরণীয়। আর্থিক দুরাবস্থায় নিজে বেশি দূর লেখাপড়া করতে না পারলেও অপরের শিক্ষার প্রতি তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ার, মধ্যম পুত্র ডাক্তার এবং কণিষ্ঠ পুত্র উকিল এই ভাবে সন্তানদের গড়ে তুলেছিলেন। এই ডায়েরিতে বার্মা, আরাকান, ইম্ফল, রেঙ্গুনে ইংরেজ সেনার সঙ্গে লড়াইয়ের বর্ণনা করে গিয়েছেন তিনি। কীভাবে যুদ্ধে জয় এসেছে তাও লিখেছেন, আবার প্রবল বর্ষায় অস্ত্র ও খাবারের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কীভাবে ইংরেজদের কাছে হেরে যেতে হয়েছে তা-ও বর্ণনা করেছেন। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামীর ইতিহাসে তাঁর নাম নেই। কিন্তু ডায়েরিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আজাদ হিন্দ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট বাঙালী কর্ণেল ডাঃ বিনয় কুমার নন্দীর অবদানের কথা রাজ্য তথা দেশ তেমন ভাবে

উপরে নেতাজী – নীচে ডা: নন্দী

আবহিত নন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে Indian National Army ছিল এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে INA কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা ইতিহাসের পাতা থেকে জানতে পারা গেলেও এই রকম অজানা এক সৈনিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবনার প্রকাশ বিশেষ মূল্যবান। আজাদ হিন্দ ফৌজের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাঃ বিনয় কুমার নন্দীর ডায়রী থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের বীর বাহিনীর বর্ণনা হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। নেতাজীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আনুগত্য, জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকল সৈনিক ও প্রবাসী ভারতীয়দের একত্রিত করার এক বিরল ইতিহাস ডাইরির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রয়েছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা। বহু বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে তাঁর যোগ সরকারের সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়িয়ে তিনি ১৯২৩ সালে জাপানে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গড়ে তোলেন। তাঁরই তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পাশে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন যোগায়। পরে ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই সুভাষ সিঙ্গাপুরে এলে বিরাট জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। ৪ জুলাই রাসবিহারী বসু পদত্যাগ করেন। পরদিন নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করে 'দিল্লি চলো' আহ্বানে নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করেন। ২৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাপতি পদ গ্রহণ করে সুভাষ বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি বিবরণ রয়েছে ডায়রিতে— "জাপানী officer রা আমাদের সৈন্যদের training দিতে লাগিল—Jungle Warfare এ জাপানীরা খুব পারদর্শী—আমাদের সৈন্যদের training খুব ভালভাবে হইতে লাগিল—সকলকার মনের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা এসে গেল। সে প্রেরণা, সে উৎসাহ চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না—দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে—আগে তো আমরা মাহিনা লইয়া পরের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম—সকলে খুব যত্নে খুব কষ্ট স্বীকার

করিয়া training লইয়া ক্রমশ সুন্দর ভাবে তৈয়ারী হইতে লাগিল জাপানি officer রা আমাদের সৈন্যদের খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিত Indian Soldier যা পৃথিবীর মধ্যে খুব ভাল যুদ্ধ করিতে পারিবে যদি তাহারা সে রকম training ও সুযোগ পায়। আমাদের জাপানী শিখিবার জন্য হৈ চৈ পরিয়া গেল। Class হইতে লাগিল—আমরা তিন মাস Class করিয়া জাপানী ভাষা বেশ একটু আধটু শিখিয়া লইলাম। Certificate ও লইলাম আমাদের সৈন্যদের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। আমাদের Badge যা হইল তাহাতে Indian National Flag অনুযায়ী তিন রং এর border দেওয়া সব Badge তৈয়ারী হইল। আমাদের অনেক লোক volunteer করিয়াছিল প্রায় ৬০/৬৫ হাজার লোক—জাপানীরা প্রথমে হাজার ১৫ লোককে training দিতে শুরু করিয়াছিল। সকলকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছিল। আমরা officer- আমাদের revolver দেওয়া হইয়াছিল"।

সিঙ্গাপুরে নেতাজীর আগমন ও প্রভাব সম্বন্ধে ঐ ডায়রির পাতায় রয়েছে, "আমরা সব Nee soom Camp থেকে camp এ গেলাম বৈকাল বেলায় সুভাষ বাবুকে দেখবার জন্য এবং তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য। সে কি উৎসাহ সত্যই সুভাষ বাবুকে দেখিলাম—তাঁহর বক্তৃতা শুনিলাম-... তিনি বলিলেন-তিনি Hitler -এর সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া আসিয়াছেন Hitler যুদ্ধে জয়ী হইবেই এই জয় মনের ইচ্ছা। সত্যই তখন পর্যন্ত জাপান ও জার্মানী যুদ্ধে জিতিতেছিল - তিনি বলিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকিয়া তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধ লইয়াছেন কিন্তু নানান বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া — তাঁহাকে জেল হইতে পলাইয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল এবং তিনি দেখিলেন ভারতের ভিতর হইতে ইংরাজদের সহিত লড়াই করিয়া ইংরাজকে তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন এক প্রকার অসম্ভব—সেইজন্যই তিনি ভারতের বাহির হইতে সুযোগ করিয়া নিলেন দেশ স্বাধীন করিবার জন্য। সময় ও সুযোগ ছাড়িতে চায় নাই। এই সুবর্ণ সুযোগ জাপানীরা আমাদের রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিয়াছে এই সুযোগ না লইলে আমাদের আর কোন আশা নাই। তাহার স্বপ্ন বোধ হয় এতদিনে সফল হইতে চলিয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি এতো বাধা বিপত্তি সত্তেও শত্রু পক্ষের সমুদ্রের মধ্য দিয়া Submarine এ করিয়া জার্মান হইতে জাপান এবং পরে Singapore এ আসিয়া হাজির হইয়াছেন"।

যুদ্ধের একটি ছোট ঘটনা ডায়রির পাতা থেকে জানা যায়। —"রানী Jhansi যে Building এ আশ্রয় নিয়াছিল সেই Building direct hit হইয়াছে। নেহাত বরাত ভাল একটি মেয়েরও গায়ে কোন আঘাত লাগে নি। তাহাদের ঘরে বোমা পরায় তাহাদের জিনিসপত্র কিছু অবশিষ্ট নাই। কেবলমাত্র রানীরা trench এ ছিল বলে সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। পরদিন সকালে Col Chatterjee, নেতাজী, Major Lakshmi সকলে আমাদের Hospital এ আসিলেন কোনো লোকজন আহত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য। আর রানীদের থাকিবার জন্য একটি জায়গা Hospital এর কাছেই এক Building এ ঠিক করিয়া গেলেন। এদিকে হাসপাতালের ক্রমে ক্রমে Patient বেশী হইতে লাগিল হাসপাতালের রুগী ক্রমশ ২০০, ৩০০, ৪০০ - ৯০০ পর্যন্ত উঠিল। — প্রথমত Imphal যাইবার কোন পথ ভাল নাই, কোন রকমে পাহাড়, জঙ্গল, নদী পার করিয়া সৈন্য ও লোকজন ওইখানে গিয়া ভীষন ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। নেতাজী, Col Chatterjee ইত্যাদি রেডিও তে supreme command লইয়া আসিলেন। তখন আমাদের মনের অবস্থা কি তা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। India তে আমরা ঢুকিব Imphal দিয়া। অন্যদেরও মধ্যেও ভীষন উত্তেজনা দেখা গেল। এইবার স্বাধীন INA Imphal এ প্রবেশ করিবে। একবার ঢুকিতে পারিলে নিশ্চই আসাম ও বাংলার public INA কে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিবে—এ সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। রানী Jhansi unit এর Major Lakhmi কতকগুলি Jhansi regiment এর মেয়ে লইয়া advance unit Imphal যাইবে বলিয়া মেমিও তে আসিয়া রহিল। একটা bombing incident ভীষন ভাবে মনে আছে। Rani Jhansi unit ও আজাদ হিন্দ দল ইত্যাদি সবে মাত্র মেমিও তে আসিয়াছে, নেতাজীও তখন মেমিও তে। শহরের এক School Building এ রানী Jhansi temporary আশ্রয় লইয়াছে। তখন বৃটিশ পক্ষ হইতে এর জোর এবং বেশী হইতেছে"।

আরাকানের জঙ্গলে আই-এন-এ (INA) সংগ্রামের ওই ডাইরির কয়েকটি অংশ খুবই আকর্ষণীয়—"সেই লেকচার এখনও চোখের সামনে জল জল করছে। সে রকম inspiring lecture মনে যে কি রকম inspiration আনিতে পারে তা না শুনিলে বোঝা যায় না। Total mobilization, total sacrifice এই battle on to Delhi এই Burma র Indians রা যথেষ্ট respond করিয়াছিল। কয়েক family র ছেলে, মেয়ে সকলেই INA এর জন্য কাজ করিবার জন্য তৎপরতা দেখাইল। সে এক experience সকলকার একসঙ্গে দেখবার সুযোগ হয় না। আমার রান্না করার hobby ছিল। প্রথম দিনে নেতাজীর বাড়িতে আমি রসগোল্লা তৈয়ারী করিতে গিয়াছিলাম ও নেতাজী রসগোল্লা খাইয়াছিলেন। Rangoon এ February মাস 43 তে এক staging section hospital এর surgeon হইয়া থাকিবার জন্য আমার নাম আসিল। কেন না এ Burma border সৈন্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার জন্য combined হইয়াছে ও জাপানীদের officer দের লইয়া কথাবার্তা খুব বলিতে লাগিল।"

INA এর ব্রিটিশ সৈন্যের কাছে পরাজয়ের পরে অনেকের সঙ্গে ডাক্তার নন্দীও যুদ্ধ বন্দী হন। তিনি লিখেছেন ডাইরিতে "ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে কি আছে British রা মারবে না জেলে দেবে আবার কতদিন কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কি আর করার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের অন্য জায়গায় যাবার order এলো। শোনা গেল British রা সীপাই (INA এর) দের ছেড়ে দিচ্ছে এবং তাদের বাসাতে পাঠিয়ে দিচ্ছে যত দোষ ছিল officer দের কেননা তারাই তো গিয়ে সে INA from করেছিল সুতরাং যা কিছু শাস্তি আমাদেরই দেবে। আমাদের ৪ জন escort একজন British দের officer এর সঙ্গে Delhi নিয়ে যাবে। Howeah station এ এলাম সকাল বেলায়। সন্ধ্যার সময় Train ছাড়বে দিল্লী যাবার জন্য। আমাদের escort ও আমরা সমস্ত দিন rest নেবো। আমাদের escort টি খুব ভালো লোক ছিল আমি তাঁকে বললাম আমাদের দেশ এইখানে অনেকদিন মা এর সঙ্গে দেখা করি নাই জানি না ভবিষ্যতে কি কপালে আছে একবার মা এর সঙ্গে দেখা

করে বৈকালের মধ্যেই ঠিক হাজির হবো। Escort টা আমাকে তার risk নিয়ে যেতে দিল। আমি তখন ছেঁড়া ধুতিটা এবং জামায় যা কেষ্টবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম সেই পরে নিয়ে দুপুরের ট্রেনে Serampore পর্যন্ত এলাম। Serampore থেকে সে গাড়ী আর ছাড়ে না। Serampore Station থেকে একটা Taxi করলাম আমাদের বাড়ী যাতায়াত করবো এই ভেবে পৌঁছোলাম। আমাকে দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আমার বেশ এবং আমার চেহারা দেখে .... বললাম যেন কেউ না বলে ফেলে আমি এসেছিলাম না হলে পুলিশ গন্ডগোল করতে পারে। কিছুক্ষন কথাবার্তার পর আবার Taxi তে রওনা হলাম—মাকে প্রণাম করে বললাম নিশ্চই ফিরে আসবো। Howrah station ফিরে আমার জামা কাপড় বদলে নিলাম। সমস্ত রাত .... চোললো—দিল্লী পৌঁছে একেবারে আমাদের rest না এ নিয়ে হাজির কোরলো। আমাদের জিনিষপত্র সব কেরে নিল এবং আমাকে Red Fort এর একটা Cell এ পুরে দিল। ভাবলাম জানি না কেন Cell এ পুরলো অপরাধ বোধ হয় আমার খুব বেশী হয়েছিল ...... এই রকম করে ১৫/২০ দিন Cell life কাটলো সব সময় ভাবছি ভবিষ্যৎ কি কে জানে এদিকে চারিদিকে খবর ও কিছু পাচ্ছি না Cell এর মধ্যে থেকে একদিন Cell থেকে বার করে আমাকে নিয়ে গেল Red Fort এর বাহিরে একটা ছোট কাঁটা তার দেওয়া Bungalow এর মধ্যে। সেইখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের INA এর ২০/২৫ জন বড় বড় মহারথীরা সাথে Col A. Chatterjee, Col Bhonsle, Shawnaj, Dhillan, সাইগল প্রভৃতি এবং ডাক্তারদের মধ্যে ঠিক আমি একাই এই Camp এ। সকলে আমাকে এই Camp এ তাদের মধ্যে দেখে অবাক হয়ে গেল। ..... আমি তখন ভাবলাম জানি না আমাকে কেন এই Camp এ দিল—যা হোক এই Camp এ থেকে সব খবরা খবর জানা গেল—তখন সমস্ত India ধরে INA Prisoner অর্থাৎ আমাদের নিয়ে ভীষণ হৈ চৈ পরে গেছে আমাদের বিচার হবে। .....Open trial হবে—প্রথমে বিচার হবে Saigal, Shawnaj, Dhillan এর তার পরে হবে আমাদের। চারিদিকে ভীষন হৈ হৈ কান্ড আমাদের দেখবার জন্য লোকে উৎসুক .... দিল্লীতে বিদেশ থেকে বড় বড় উকিল এসেছে - আমাদের পক্ষ থেকে উকিল থাকলেন পন্ডিত নেহেরু, Patel প্রভৃতি।" মুক্তির পরে ডঃ বি. কে. নন্দী ১৯৪৬ সালে পানিহাটি Duckback এ চিফ মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পানিহাটিতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে তার বেতন ছিল ২৫০ টাকা। এছাড়াও সুখচরের Anti Malaria Society প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন মাত্র ১ টাকা ভিজিট। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার দিন সুখচর বাজারের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠা করেন জগৎ 'গৌরী ক্লিনিক'। এছাড়াও জয়গোপাল রায়চৌধুরি রোডের বাড়িতে এবং সোদপুর স্টেশন রোডে বিদ্যাসাগর কর্নারে (পুরানো শ্রীনিকেতনের পাশে) একটি চেম্বারেও রুগি দেখতেন। পানিহাটি, সুখচর, আগরপাড়া, সোদপুর অঞ্চলে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খুব সামান্য পয়সায় করতেন। প্রাক্তন INA হিসাবে নিরব ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পেশার কর্তব্য পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক শোকতাপ হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। ওঁনার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য পুত্র ৬ বছর বয়সে মারা যায়। মধ্যম পুত্র ডাক্তার তমাল নন্দীও অকালে পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর বৃদ্ধ বয়স এবং নিজেও হৃদ্‌রোগে শয্যাসায়ী। তাঁকে জীবন সংগ্রামে অনেক ঘাত প্রতিঘাত ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে পর পর। ১৯৮৬ সালে প্রাক্তন INA সেনানী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন ও ভারত সরকারের থেকে স্বতন্ত্র সেনানীর সম্মান (SSA) লাভ করেন। এরপরে Ex - INA হিসাবে সম্মান সূচক পেনশনও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে তার মৃত্যুর পরও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি শান্তিদেবী উভয় পেনশন পান। অপ্রকাশিত INA Diary শুরু "2 sept 1941 Howrah Station থেকে 1st class Compartment এ Lucknow যাবার জন্য রওনা হলাম। স্টেশনে বাবা, কেষ্টবাবু, কল্যান, যগু ও কয়েক জন বন্ধু বান্ধব See off করতে এসেছিল"। ১৯৪১ সাল থেকে মৃত্যুর কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই ডাইরি যেন এক ইতিহাসের দলিল। INA এর সঙ্গে যুদ্ধে ও রেড ফোর্টে বিচারের সময়ে ভারতবাসীর একাত্মতার এক ছবি ফুটে উঠেছে এই ডাইরীতে। একদিকে যুদ্ধের লড়াই, অপরদিকে মায়ের জন্য মন খারাপের কথা এক বাঙালি সন্তানের চিরন্তন স্নেহ ও মমতার কথা প্রকাশ করতে পেরে গর্ব বোধ করছি।

সৌজন্যে ঃ-

শ্রী নির্মল ঘোষ, বিধায়ক পানিহাটি ও মুখ্য সচেতক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, পৌর-প্রধান পানিহাটি পৌরসভা, শ্রী ব্রতদীপ ভট্টাচার্য সংবাদ প্রতিদিন ১৫ই আগষ্ট, ২০১৮, Major General A.C. Chatterjee (India's Struggle for Freedom), Col. Rathore (INA), শৈলেশ দে (আমি সুভাষ বলছি), কুমারী পাপিয়া নন্দী (ডাঃ নন্দীর কন্যা), নিলয় নন্দী (ডাঃ নন্দীর পুত্র), কল্যাণ দে ও তরুণ শেঠ (ডাঃ নন্দীর ভাগনা), স্বর্ণ কুমার নন্দী ও অরুন নন্দী (ডাঃ নন্দীর ভ্রাতুস্পুত্র), গোবিন্দ লাল শেঠ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, ভোলা ব্যানার্জী, ধর্মব্রত চৌধুরী, ডাঃ অর্নিবাণ রায়, শিবলাল শ্রীমানী, প্রভাত বিশ্বাস, INA Association W.B.

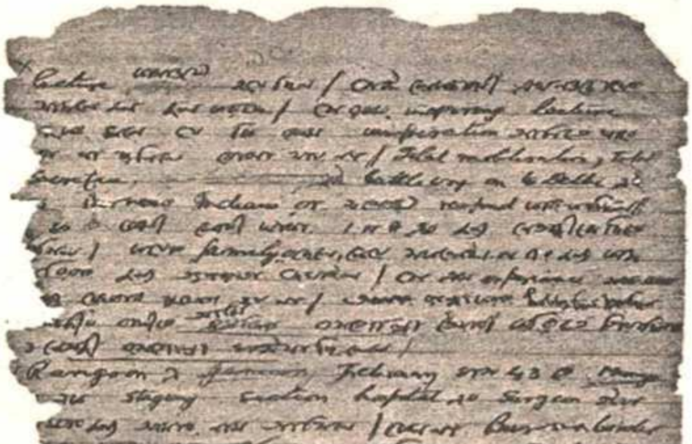

[illegible]

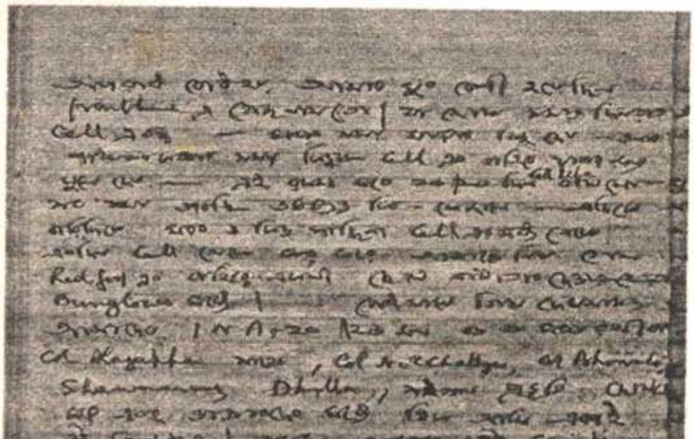

লাল কেল্লা (Red Fort) এ Shahnawaj, Dhillon, Saigal, Col Chatterjee দের সঙ্গে ডা: নন্দী